দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 AUG 1988

পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

৩।

ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী

ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী/ আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি। বাংলা কবিতার এ ছত্রটি আমাদের জীবনে অতি বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। অতি সম্প্রতি দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষায় সোনার ধানের মতো ঝলমলে আমাদের অনেক সোনার ছেলেমেয়ে পাস করেছে। উচ্চ শিক্ষার জন্য এখন তাদের কলেজে ভর্তি হবার পালা।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যাদিতে জানা গেছে যে, প্রত্যেক কলেজেই যে পরিমাণ আসনে ভর্তির সুযোগ আছে আবেদন পড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী। দেশের সরকারী-বেসরকারী সমস্ত কলেজে মোট কতটি আসন আছে তা জানা না গেলেও অন্ততঃ মহানগরীর একটি মহিলা কলেজের তথ্যে জানা গেছে যে, তাদের ভর্তিযোগ্য আসন আছে দু'শ', কিন্তু আবেদন পড়েছে ছ'শ'।

এ থেকে দেশের সমস্ত কলেজগুলোতে ভর্তি পরিস্থিতি কি তা অনুমান করা যায়। ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট সে তরী, আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি। ভয়ে-আশংকায় সারা দেশের ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণ শিউরে উঠছেন স্বভাবতই। মূল কথায় যাবার আগেই এখানে একটা খারাপ খবর দিয়ে রাখা দরকার। কলেজসমূহে ভর্তি শুরু হবার আগেই আমরা আভাষ পেয়েছি যে, অনেক পিতামাতা এবং অভিভাবক অসৎ উপায়ে হলেও তাদের সন্তানকে ভর্তি করানোর জন্য কোমর বাঁধছেন। একে তো সিটের অভাব তার উপর যদি অসৎ উপায়ে ভর্তির আসন ক্রয়-বিক্রয় শুরু হয় তাহলে অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় পাস করেও ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

এ পরিস্থিতির আশংকা করার কারণ জনসংখ্যা অনুপাতে আমাদের কলেজের সংখ্যা এবং প্রত্যেক কলেজে আসনের সংখ্যা খুবই কম। এর জন্য মূলতঃ দায়ী সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ড এবং অংশতঃ কলেজ কর্তৃপক্ষ। তাদের উদ্দেশ্যে কটুকাটব্য করার চেয়ে আমরা বরং বলতে চাই—এ বছর কলেজে ভর্তি করাকে কেন্দ্র করে যে সংকট সৃষ্টি হবে বলে আমরা আশংকা করছি—তা শুরু হবার আগেই অর্থাৎ এখনই বোর্ড এবং মন্ত্রণালয় সরকারী-বেসরকারী প্রত্যেক কলেজকে (ক) আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং (খ) অন্ততঃ দুই অথবা তিনটি করে শিফট খোলার নির্দেশ দিতে পারেন। তাতে আসন্ন সংকট ও আশংকিত অরাজকতা প্রতিহত করা যাবে। দ্বিতীয়তঃ সরকার বেসরকারী পর্যায়ে (১) ডনেশন ও (২) ব্যবসায়ীক ভিত্তিতে দেশে আরো কলেজ স্থাপনের অনুমোদন দিতে পারেন। দেশে অনেক হৃদয়বান মহানুভব ধনবান ব্যক্তি রয়েছেন যারা সরকারের অনুমোদন ও উৎসাহ পেলে নতুন নতুন কলেজ স্থাপন করতে পারেন। ব্যবসায়ীক ভিত্তিতে কলেজ স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হলে, দেশের অসংখ্য ধনবান ব্যক্তিই এগিয়ে আসবেন বলে আমরা প্রত্যাশা করি। শুধু তাই নয়, বেসরকারী পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপন করার অনুমোদন সরকার দিতে পারেন। আমাদের ধারণা— জনসংখ্যার অনুপাতে দেশে আরো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা সরকার এবং দেশের বিজ্ঞজন অনুধাবন করেন। কিন্তু সে জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের দরকার তা সরকারের তহবিলে হয়তো বা নাই। কিন্তু তাই বলে গোটা দেশ যে অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে আছে তাতো চিরকাল অব্যাহত থাকতে দেওয়া যায় না। সে কারণে জাতির পর্বত প্রমাণ অশিক্ষার সমস্যা সমাধানের জন্যই সরকারের উচিৎ বেসরকারী পর্যায়ের সহযোগিতা গ্রহণ করা। বেসরকারী পর্যায়ে সরকারের অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজসমূহ সরকারকে শিক্ষা সমস্যা সমাধানে বিপুলভাবে সহযোগিতা দিতে পারে।

তাছাড়া এভাবেই দেশের বিজ্ঞজন ও ধনশালী মহান ব্যক্তিগণ দেশের সার্বিক কল্যাণে স্বক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারেন। এতে দেশের কল্যাণ এবং সরকার ও দেশবাসীরও সুনাম প্রতিষ্ঠিত হবে। সরকার এবং দেশের মহান ও বিজ্ঞজন আমাদের প্রস্তাবটি আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করবেন বলে আমরা প্রত্যাশা করি।

আসন্ন কলেজ ভর্তির সমস্যাটি যাতে সংকট সৃষ্টি না করে এবং ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীগণ যাতে সহজে ভর্তি হতে পারে সে জন্য ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা সকল সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি।